



বাংলাদেশ স্বাউটস দিবস

০৮ এপ্রিল ২০২২





রাষ্ট্রপতি নণপ্ৰজাতন্ত্ৰী বাংলাদেশ वक्रष्ठवम्, छाका ।

चंद्र होता ३८२४ ০৮ এপ্রিল ২০২২

বাংলাদেশ কাউটস দিবস উপলক্ষ্যে সকল পর্যায়ের কাউট সদস্যসহ সংশ্রিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক বভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বাংলাদেশ স্কাউটস দিবসের এবারের থিম 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহিদের আন্তত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল সর্বস্তরে পৌছানোর জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের বিভিন্ন সংস্থাকে পুনর্গঠন করেন। বঙ্গবন্ধুর আম্বরিক ইচ্ছায় ১৯৭২ সনের ০৮ এপ্রিল দেশে কাউটিং এর নবযাত্রা সূচিত হয় এবং ঐ বছর কাউটিংকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে প্রতিবছর ০৮ এপ্রিল 'বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস' উদযাপনের উদ্যোগ অভ্যন্ত প্রশংসনীয়। শত, কিশোর ও যুবদের সৃস্থ শরীর, সুন্দর মন সুশৃঞ্চল জীবন গঠন এবং স্বেচ্ছামেরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষো

স্কাউটিং অননা ভূমিকা পালন করে যাছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে এর ওরুত্ শ্রপরিসীম। স্কাউট পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের শিশু, কিশোর ও যুবদের সৎ, চরিত্রবান, যোগা ও আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বাংলাদেশ স্কাউটস ইতিবাচক অবদান রাখছে। সরকার বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে হবসমাজকে সং, আদর্শবান ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। স্কাউট আন্দোলন সম্প্রসারণ ও বেগবান করে আগামী প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে সক্রিয় ভূমিকা রাখার জনা আমি কাউট নেতৃবুন্দের প্রতি আহ্বান জানচিছ।

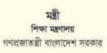
বালোদেশ স্বাউটস দিবস সফল হোক -এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।









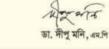
এপ্রিল ২০২২ তারিখে প্রথমবারের মতো 'বাংলাদেশ জাউটস দিবস' উদযাপিত হতে যাচেছ জেনে আমি আনন্দিত। ৪ আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। আমি জানি ক্ষাউটরা সৃষ্টিকর্তা ও দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে এবং অপরকে সাহায্য করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে স্কাউট আন্দোলনে যোগদান করে। স্কাউটিং বিশ্বব্যাপী শিক্ষামূলক আন্দোলন। এ আন্দোলন শিশু কিশোর ও যুবদের শারীরিক, সামাজিক, বৃদ্ধিবৃত্তিক, আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

স্কাউটিং এর মূলমন্ত্র হলো 'সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা'। এরই ধারাবাহিকতায় সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড-এর মাধ্যমে বৃক্ষরোপন, প্লাস্টিক বর্জন, পরিক্ষার পরিক্ষন্তান, ভেন্দু প্রতিরোধ, সভ্কে শৃচ্ছলা, করোনা মহামারী মোকাবেলাসহ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, জলবায়ুর উঞ্চতারোধে জনসচেতনতা তৈরি, যুব গমাজকে জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভবন ধস ও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উদ্ধার কাজে তথা জাতীয় দুর্যোগে স্কাউটরা সবার আগে এগিয়ে আসে। সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস পর্থশিত, মটিস্টিকসহ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কাউট আন্দোলনে সম্পুক্ত করেছে।

ণর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবদ্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের প্রথম চীফ স্কাউট। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্লের সানার বাংলা তৈরিতে স্কাউট আন্দোলনের গুরুত্ব বিবেচনায় তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে দু'টি কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট দল গঠনের অনুশাসন জারি করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুশাসন অনুসারে দেশে স্কাউট আন্দোলনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে শক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তা নিববক্তিনভাবে অব্যাহত বয়েছে।

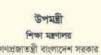
প্রথমবারের মতো আয়োজিত 'বাংলাদেশ কাউটস দিবস ২০২২' এর সকল কর্মসূচির সুন্দর ও সকল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

ভয় বাংলা, ভয় বন্ধবন্ধু বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।









মামি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আগামী ৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখ 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' প্রতিপাদ্যে প্রথম বারের মতো উদযাপিত হতে যাছে 'বাংলাদেশ স্বাউটস দিবস'। বাংলাদেশ স্বাউটস দিবসে স্বাউট পরিবারের সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও অভেচ্ছা জানাই।

অত্যন্ত শ্রদ্ধান্তরে অরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্ডলি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি সর্বদা উদ্লুত ও স্বপ্লের সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনিও ভালবাসতেন কাউটিং। শপথ নিয়েছিলেন বাংলাদেশ কাউটস এর চীফ কাউট হিসেবে। কাউটিং ছেলে মেয়েদের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, বৃদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতার পাশাপাশি তাদেরকে আত্মপ্রতায়ী করে তোলে। স্কাউটিং এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী গড়ে গুঠে।

াংলাদেশে স্কাউটস নানারকম সমাজসেবামূলক কার্যক্রম করে থাকে যা সত্যিই প্রশংসার। দুর্ঘোগ মোকাবেলায় সহায়তালান, বন্যার্তদের মাঞ্চে আপ বিতরণ, বৃক্ষ রোপন, ট্রাফিকে শৃঞ্জণা নিয়ন্ত্রণ, তেন্দু সচেতনতা কার্যক্রম, ভিটামিন এ ক্যাম্পেইনে সহায়তা দান, পরিন্ধার পরিচ্ছন্নতা, বাল্য বিবাহ দূর করা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাত্রয়, উদ্ধার অভিযান, অগ্নিনির্বাপনসহ নানা কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় কাউটরা জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য াথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচেছ।

আমি বাংলাদেশ স্কাউটস দিবসে জাউট পরিবারের সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন ও বড়েজ্ঞা জানাই এবং বাংলাদেশ স্কাউটস দিবসের সঞ্চলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বন্ধবন্ধ ।।श्लारमभ क्रिज़ज़ीयी दशक।



প্রধান জাতীয় কমিশনার বাংলাদেশ কাউটস

কমিশনার (অনুসন্ধান) দুনীতি দমন কমিশন

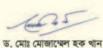
মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি

াংলাদেশে প্রথমবারের মতো ৮ এপ্রিল জাউট আন্দোলনের সূচনা দিন হিসেবে 'বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস' উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা এদেশে স্কাউট আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাসকে আরো মহিমান্বিত করে তুলেছে। আমি অত্যন্ত শ্রন্ধার সাথে স্মরণ করছি, সে সকল স্তাউটারগণকে মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর যাঁরা পাকিস্তানের নাম মুছে ১৯৭২ সালে ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি নাম দিয়ে স্বাধীন বাংলায় স্কাউটিং শুরু করেন। স্বাধীনতার ণর বাংলাদেশে বাঙ্গালি জাতির অহংকার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১১১ নম্বর অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে মাত্র ৫৬,৩২৫ জন সদস্য নিয়ে স্কাউট আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এর অংশীদার ২২ লক্ষাধিক কাউট সদস্য। স্কাউট জনসংখ্যা বিবেচনায় সারাবিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৬ষ্ঠ। এই বিশাল সংখ্যক স্কাউট তৈরিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সর্বদাই পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে।

আমি কৃতজ্ঞচিত্তে অরণ করতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বিগত ৫ বছর ধরে স্কাউট জনসংখ্যার বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ঈর্মণীয়। সরকারের নিয়মিত সহায়তার পাশাপাশি করেকটি বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের ণকল স্থানে অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিগত যেকোন সময়ের তুলনায় সর্বোচ্চ শিখরে, যা সকল পর্যায়ে বাংলাদেশ ভাউটস এর দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি করেছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি প্রকল্প সহায়তায় মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, প্রোগ্রাম ও সমাজ উনুয়নমূলক কার্যক্রমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মানসম্মত স্কাউট তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখহে। এজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সর্বোপরি সদাশয় সরকারের প্রতি জানাই আন্তরিক

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' মূল প্রতিপাদ্যে প্রথমবারের মতো আয়োজিত বাংলাদেশ কাউট্স দিবস উদযাপনে যে দকল স্কাউট নেতৃবৃন্দ নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদেরসহ দেশের সকল স্কাউট সদস্যদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন, অভ্যেহা ও কভকামনা।

াংগাদেশে স্কাউট আন্দোলনের সর্বোচ্চ সফলতা কামনা করছি।



বাংলাদেশ দ্বাউটস: অতীত ও বর্তমান

जराजरेंनिक ७ शिकाभृणक जारमाणन या जाकि, धर्म, वर्ग निर्विर्गाय শ্রষ্টার বিশ্বাসী সকলের জন্য উন্মৃক।

काउँ वास्मानन एएएन प्रारक्तामत भारतीतिक, वृक्षिवितिक, गामानिक, আধ্যাত্মিক ও আবেগীয় দিকগুলোর পরিপূর্ণ অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিকাশে অবদান রাখে। যাতে করে তারা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তি, দায়িতুশীল নাগরিক এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে জীবন যাপন করতে পারে।

লন্ডন শহরে, মৃত্যু- ১৯৪১ সনে

বর্তমানে ১৭২টি দেশ বিশ্ব জাউট সংস্থার সদস্য। সংস্থার সদর দফতর- ৯টি, বিশেষ অঞ্চল ৪টিসহ মোট ১৩টি অঞ্চল মালয়েশিয়ার ক্য়ালালামপুরে। সংস্থার অঞ্চল ৬টি।

বাংলাদেশ স্কাউটস: বাংলাদেশ স্কাউটস দেশের সৰচাইতে বড় স্বেচ্ছাসেবী বরিশাল, সিলেট, কুমিল্লা, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ। প্রতিষ্ঠান। ১৯১৪ সালে ঢাকার সেইন্ট গ্রেগরিজ হাই স্কুলে প্রথম জাউটিং বিশেষ অঞ্চলগুলো হচ্ছে রোভার, রেলওয়ে, নৌ, এয়ার অঞ্চল তরু হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান আলাদা দুটি রাট্র হলে ১৯৪৮ সালের ২২ মে ঢাকার ইস্ট বেঙ্গল স্কাউট অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়।

কাউটিং কি: কাউট আন্দোলনের নির্বারিত উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও পদ্ধতিতে বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ বয় ভাউট সমিতি পরিচালিত শিন্ত, কিশোর ও যুবদের জন্য কাউটিং একটি খেচ্ছাদেবী, গঠিত হয়। ১ সেপ্টেমর ১৯৭২-এ রাষ্ট্রপতির ১১১ নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশে ভাউটিং সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭৮ সালে বয় ভাউট সমিতির নাম পরিবর্তন করে 'বাংগাদেশ স্থাউটস' নামকরণ করা হয়। ১৯৭৪ সালের ১ জুন বাংলাদেশ বয় জাউট সমিতি বিশ্ব জাউট সংস্থার ১০৫ তম সদস্য হিসেবে শ্বীকৃতি লাভ করে।

> বাংলাদেশ স্কাউটস শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পুক্ত। বাংগাদেশ কাউটস এর জাতীয় সদর দফতর ৬০ আছুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকায় অবস্থিত।

ছাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা: রবার্ট স্টিথেনশন ন্মিল লার্ড ব্যাভেন **চীফ ছাউট:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংগাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংগাদেশ পাওয়েল অব গিলওয়েল, সংক্ষেপে ব্যাডেন পাওয়েল বা বিপি। তিনি জাউটস এর চীফ কাউট। বাংলাদেশের প্রথম চীফ কাউট জাতির পিতা ১৯০৭ সালে ইংল্যাভে ক্ষাউটিং প্রবর্তন করেন। বিপির জন্ম ১৮৫৭ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বর্তমান চীফ স্কাউট মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ।

বিশ্ব কাউট সংস্থা: ১৯২০ সালে বিশ্ব কাউট সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কাউটস এর অঞ্চল: বিভাগ ও শিক্ষা বোর্ডভিত্তিক অঞ্চল

বিভাগ ও শিক্ষা বোর্ডভিভিক অঞ্চল: ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা,

প্রত্যেকটি অঞ্চল একাধিক জেলা, উপজেলা নিয়ে স্কাউটিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

চীক জাউট	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি
সভাপতি	०১ जन
সহ সভাপতি	 ০৪ জন সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পদাধিকার বলে) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (পদাধিকার বলে) সচিব, কারিগরি ও মাল্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পদাধিকার বলে) একজন নির্বাচিত
প্রধান ভাতীয় কমিশনার	০১ জন
কোষাধ্যক্ষ	০১ জন
জাতীয় কমিশনার	২০ জন
জাতীয় উপ কমিশনার	80 जन
প্রফেশনাল কাউট এক্সিকিউটিভ	৭৩ জন

সভাপতি, আঞ্চলিক স্বাউটস (বিভাগ/শিক্ষা বোর্ডভিভিক)	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড	
গভাপতি, রোভার অঞ্চল	ভাইস চ্যাপেলর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যাণয়	
গদাপতি, রেগভয়ে অঞ্চল	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওরে	
গভাপতি, নৌ অঞ্চল	নৌ বাহিনী প্রধান	
গভাপতি, এয়ার অঞ্চল	বিমান বাহিনী প্রধান	
গভাপতি, জেলা স্কাউটস	জেলা প্রশাসক	
সভাপতি, উপজেলা কাউটস	উপজেলা নিৰ্বাহী অফিসার	

১। প্রথম চীফ স্কাউট	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
২। প্রথম সভাপতি	শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ
৩। প্রথম জাতীয় কমিশনার	মরহুম পিয়ার আলী নাজির (পি এ নাজির)
৪। প্রথম কোষাধ্যক	মরহম অধ্যক্ষ সাইদূর রহমান
৫। প্রথম কাউপিল তারিখ	৮-৯ এপ্রিল ১৯৭২
৬। প্রথম জাতীয় নিবাঁহী কমিটির সভা	१९४८ म ३
৭। গ্রথম জাতীয় রেভোর মুট	১৪-১৮ জানুরারি ১৯৭৮, মৌচাক, গাজীপুর
৮। প্রথম জাতীয় স্কাউট জামুরী	২১-২৯ জানুরারি ১৯৭৮, মৌচাক, গান্দীপুর
৯। প্রথম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী	২৭-৩০ ভিনেম্বর ১৯৭৭, খিলগাঁও, ঢাকা
১০। প্রথম জাতীয় কমডেকা	১-৪ নভেম্বর ১৯৯২, বাহাদ্রপুর, গাজীপুর
১১। প্রথম জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্প	১০-১৫ সেন্টেম্বর ২০১৫, মৌচাক, গাজীপুর
১২। প্রথম জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্কাউট ক্যাম্প	২২-২৪ এপ্রিল ২০১৬, মৌচাক, গাজীপুর
১৩। প্রথম জাতীয় আইসিটি কাউট ক্যাম্প	২০-২২ জুন ২০১৩, মৌচাক, গাজীপুর
১৪। প্রথম অগ্রদূত প্রকাশনা	জানুয়ারি ১৯৫৭, স্বাধীনতা পরবর্তী জানুয়ারি ১৯৭২
১৫ । প্রথম বিটিভি প্রোগ্রাম	ডিলেমর ১৯৯৯

ছাউট সংখ্যা: বিশ্বে মোট স্কাউট সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি। ২২ লক্ষ ১০ হাজার স্কাউট সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের ৬৪ বৃহত্তম স্কাউট রাষ্ট্র।

কাউট	ইউনিট সংখ্যা	পুরুষ	नात्री	মোট
কাৰ স্কাউট (৬+ থেকে ১১ বছর)	88,280	b,50,820	3,00,000	\$0,50,896
কাউট (১১+ থেকে ১৭ বছর)	>>,@>9	984,00,9	৮২,৭৬৯	6,50,958
রোভার ক্ষাউট (১৭+ থেকে ২৫বছর)	8,000	\$0,880	20,883	৮১,৩৮৬
অ্যাডাল্ট লিভার (২৫ + বছর)	0	8,25,680	৭৮,৪৫৩	860,00,0
মোট =	69,530	56,95,865	6,69,223	22,50,698

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: মৌচাক (গাজীপুর), সিরাজগঞ্জ, দেবীগঞ্জ छाणळणी (दत्तक्ष्मा)।

অক্সল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: মানিকগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোর, বরিশাল, সিলেট, কুমিল্লা, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, বঙড়া, বাহাদুরপুর

ট্রেইনার

ট্রেইনার সংখ্যা	পুরুষ	गती	মোট
লিডার ট্রেইনার	280	97	298
সহকারী লিভার ট্রইনার	865	95	489
The second secon			Service of the

ফাউটদের সেবামূলক কার্যক্রম: বৃক্ষরোপন, পরিবেশ রক্ষা, জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলা, অগ্নিনির্বাপন, ডেঙ্গু জ্বর, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, পরিস্কার পরিচ্ছেন্নতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা, নিরাপদ খাবার পানি, সবজী বীজ বিতরণ, শীত বস্ত্র বিতরণ, বালাবিবাহ দূর করা, বিদাুৎ ও ফ্লালানী সাশ্রয়, গ্রামীণ রাস্তাঘাট ও বাঁধ মেরামত, হাজী ক্যাম্পে সেবাদান, প্লাস্টিক বর্জা অপসারণ, হাসপাতালে সেবাদান, দুর্মোগ মোকাবেলায় সহায়তাদান, উদ্ধার অভিযান, ত্রাণ বিতরণ, বিভিন্ন সংস্থা / কর্তৃপক্ষকে সহায়তাদান, আইন শৃঞ্জলা রক্ষায় সহায়তাদান ইত্যাদি।

করোনাকালে বিশেষ কার্যক্রম

- ১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে বা অনলাইনে বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্বাভাবিক
- কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়। ২. এছাড়াও অন্যান্য কার্যক্রম-
 - (১) ৬৪টি জেলা, ৫টি মেট্রোপলিটন জেলা, ৬৮টি জেলা রোভার, রেল, নৌ ও এয়ারের ২৬টি বিশেষ জেলা এবং ৪৯১টি উপজেলায় ২০ সদস্য বিশিষ্ট করোনা রেসপন্স টিম গঠন ও জরুরী সহায়তাদান;
 - (২) করোনা প্রতিরোধে বার্তাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাটবাজার ও
- (৩) নিয়ম মেনে হাত ধোয়া, ঘরের বাইরে গেলে মান্ত পরা, অ্যাওয়ার্ড

প্রেসিডেন্ট'স স্বাউট আওয়ার্ড

- বিটিভি, দূরস্ত টিভিসহ বিভিন্ন চ্যানেলে নিয়মিত প্রচার করা; (৪) বিভিন্ন জররী বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্যে ৭০টি ডিজিটাল পোস্টার তৈরি করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌছে দেয়া:

সামাজিক দ্রতু মানা, হোম কোয়ারেন্টাইনের গুরুতু ইত্যাদি

বিষয়ে ভিডিও ও এনিমেশন মুঙি তৈরি করে টিভিসি আকারে

- বাংলাদেশ স্কাউটস এর হ্যান্ড ওয়াস ক্যাম্পেইন দেশের সোয়া কোটি মানুষের কাছে পৌছে দেয়া:
- (৬) মান্ত, হ্যাত স্যানিটাইজার, পিপিই, সাবান, হুইল পাউডার, হারপিক বিতর্গ করা:
- (৭) অসহায় দরিদ্র স্কাউট পরিবারকে আর্থিক সহায়তাদান; (৮) অনলাইনে ১,১৪,০০০ জন জাউটকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- (৯) অনলাইন ও সোশাল মিডিয়ায় ৯০টি সাপ্তাহিক হেলথ টক পরিচালনা করা:
- (১০) জেলা ও উপজেলায় প্রায় ৪ লক বৃন্ধরোপনঃ
- (১১) জাতীয় দুর্যোগ প্রতিরোধ সমন্বয় সেলের ৩০টি সভা:
- (১২) সারাদেশে ১০ লক্ষ মান্ধ বিতরণ; (১৩) করোনা সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে কাব স্কাউট, স্কাউট ও

মহামানা রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

অফিস প্রাঙ্গনে ০৫ লক্ষ লিফলেট বিতরণ: রোভার স্কাউটলের নিয়ে হয়ত ওয়াশ প্রতিযোগিতা আয়োজন।

রৌপ্য ব্যায়্য (সর্বোচ্চ) ও রৌপ্য ইলিশ (২য় সর্বোচ্চ) আভয়ার্ড কাব কাউট শাপলা কাৰ আভয়াৰ্ড

- আপনার সন্তান কেন ছাউট হবে? কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মর্যালাসম্পদ্ধ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে: ভাউটিং নিয়মানুবর্তী, সময়ানুবর্তী ও দেশ প্রেমিক হতে সাহায়্য করে:
- জাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়কঃ

WIEE

বোভার স্বাউট

বয়ন্ধ নেতা

- স্বাউটিং শরীর সৃস্থা ও সবল রাখতে সাহায্য করে;
- জাউটিং সং ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়; স্কাউটিং ছেলে-মেয়েকে চৌকয় করে গড়ে তোলে;
- স্বাউটিং ছেলে-মেয়েকে নেতৃত্ব দিতে শেখায়; স্বাউটিং ছেলে-মেয়েকে নেতৃত্ব মেনে নিতে শেখায়;
- কাউটিং বিশ প্রাতৃত ও বন্ধতের সুযোগ সৃষ্টির মাধামে উদারতা
- শিকা দেয়: ছাউটিং ছেলে-মেয়েকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলেঃ
- স্কাউটিং আত্মপ্রতায়ী হওয়ার শিক্ষা দেয়;
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েকে কর্মঠ করে গড়ে তোলে; কাউটিং প্রমের মর্যাদা শেখায়;
- কাউটিং সমাজ সচেতন হতে শেখায়;
- কাউটিং ছেলে-মেয়েকে পরোপকারী ও জনসেবায় উদুদ্ধ করে:
- কাউটিং ছেলে-মেয়েকে অবসর সময়ে গঠনমূলক কাজে যোগ দিয়ে মৃগ্য বোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।



আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার, এনডিসি, এলটি জাতীয় কমিশনার (নিধি), বাংলাদেশ স্কাউটস ও

যোগাযোগ

ওমোৰ সাইট : www.scouts.gov.bd ফেইসবুক পেইজ: www.facebook.com/ bd scouts ইউডিউৰ চ্যানেল : bangldesh scouts ইপট্যোম : www.instagram.com/ bangldesh. scouts







अधानमही গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

26 CER 285F

০৮ এপ্রিল ২০২২

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবদ্ধ শেখ মুজিবুর রহমানের সার্বিক সহযোগিতায় ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল স্কাউটিং কার্যক্রম নব উদ্যোগে হুরু হয়। ২০২২ সালের ৮ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশে স্কাউটিংয়ের ৫০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এ দিনটিকে 'বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস' হিসেবে উদ্যাপনের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলা। দেশের শিশু, কিশোর ও যুব বয়সীদের আন্তুনির্ভরশীল, পরোপকারী ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতির পিতা ১৯৭২ সালে রন্ত্রপতির আদেশ জারীর মাধ্যমে কাউট সংগঠনকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গত ১৩ বছরে দেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছে। আমরা দেশের যুব সমাজকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। এজন্য দেশে বেকারত্বের হার কমে এসেছে। যুব সমাজকে উন্নত ও বাস্তবমুখী শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমানের সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা সঞ্জোনুত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছি। দেশে কর্মসংস্থান ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্থ-সামাজিক অগ্রণতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে রোল মডেল।

আমি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ দুটি করে স্কাউট দল খোলার এবং মেয়েদের মানসম্পন্ন গার্ল ইন স্কাউট দল খোলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছি। স্কাউটিংকে এগিয়ে নিতে আমাদের সরকার সব সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। আমি আশা করি, বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রত্যেক সদস্য দেশপ্রেম ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে জাতির পিতার স্বপ্লের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে।

আমি বাংলাদেশ স্কাউটস দিবসের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বদবদ্ধ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। promone শেখ হাসিনা





প্ৰতিমন্ত্ৰী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংগাদেশ সরকার

৮ এপ্রিল ২০২২ খ্রি. দেশে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দেশের শিশু, কিশোর ও যুবকদের চরিত্রবান, আত্মপ্রত্যয়ী ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাত্রেছ বাংলাদেশ স্কাউটস। স্কাউট আন্দোলন শিহু-কিশোরদের মেধা-মনন-চেতনা-রুচি ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখছে: এ জন্য স্কাউটসকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রিয় স্কাউটস সদস্যবৃন্দ, আমরা এমন এক সময়ে উপণীত হয়েছি যখন পারস্পরিক সন্মান, মূল্যবোধ, মানবিক মর্যাদা ধীরে ধীরে ল্লান ও মলিন হতে চলেছে। স্কাউটসকে এ ব্যাপারে সজাগ সচেতন হতে হবে। আমাদের মূলাবোধ ও চেতনাকে সমুদ্রত রাখতে আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণে উদ্বন্ধ করতে হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা' নির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কাউটস বিশেষ ভূমিকা রাখছে এবং রাখবে বলে আমি দচভাবে আশাবাদী।

আমি বাংগাদেশ স্বাউটস নিবসে সকল স্বাউটস সদস্যকে আন্তরিক ব্যব্জন্তা ও অভিনন্দন জানাই।

क्या वांश्ली, क्या वश्रवभू বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

> dumb মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি





সভাপতি বংলাদেশ কাউট্য বিশেষ দৃত সিভিএফ প্রেসিডেন্সি, বাংলাদেশ

১৯০৭ সালে রবার্ট ন্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল কাউট আন্দোলনের যে বীজ বপন করেছিলেন তা শত বছর অতিক্রম করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে ৫৬,৩২৬ জন স্বাউট সদস্য নিয়ে বাংলাদেশে ভাউট আন্দোলনের ওড সূচনা হয়। ২০২১ সালে বাংলাদেশ ভাউটস এর সদস্য সংখ্যা ২২ লক্ষ অভিক্রম করেছে।

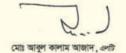
বাংগাদেশ কাউটস দেশের শিশু, কিশোর ও যুবদের সৎ চরিত্রবান আত্মপ্রতায়ী ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার

লক্ষ্যে কাজ করে যাজে। ফলশ্রুতিতে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যোকাবিলায় সহায়তা প্রদান, ত্রাণ বিতরণ, অগ্নিনির্বাপন,

ট্রাফিক সপ্তাহ, বাল্য বিবাহ রোধ, তেন্তু মোকাবিলায় সচেতনতা তৈরি, এসডিজি বাস্তবায়নে এবং সাম্প্রতিক সমরে করোনা মহামারীতে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ জাতীয় যেকোন প্রয়োজনে স্কাউট সদস্যবৃন্দ অগ্রণী ভূমিকা প্রশংসার দাবীদার। ২০২১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী

পালন করেছে। ঠিক তখনই 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' খিম নির্ধারণ করে বাংলাদেশ স্কাউটস ৮ এপ্রিল ২০২২ প্রথমবারের মত 'বাংলাদেশ কাউটস দিবস' উদযাপন করতে যাচ্ছে। এজন্য বাংলাদেশ কাউট্যের সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাই।

'বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস" উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আম্বরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।







আহবায়ক 'বাংলাদেশ কাউট দিবস' ব্যবছাপনা কমিটি ও জাতীয় কমিশনার (শেশনাল ইতেন্টাগ), বংগাদেশ কাউট্য এবং aব্রিকিটটিত ভাইস চেয়াধমান, মাইচেন্ডেনিটা রেগ্রেনিটা অগরিটি

বাংলাদেশ স্কাউটস দিবসের কথা

লাদেশের কাউটিং এর ইতিহাস অনেক পুরোনো ও সমৃদ্ধ। এ ভূখতে কাউটিং কার্যক্রম ওক হয় ১৯১৪ সালে তৎকালীন স্কাউট এসোসিয়েশনের বিট্রিশ ভারতীয় শাখার অংশ হিসেবে। পরবর্তীতে ইস্ট বেঙ্গল স্কাউট এসোসিয়েশন এর অংশ হিসেবে কার্যক্রম চলে। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সনের ৮-৯ এপ্রিল সারাদেশের স্কাউট নেতৃবৃন্দ ঢাকায় এক সভায় মিলিত হয়ে গঠন করেন বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সনের ১১ সেপ্টেম্বর মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১১১ নং অধ্যাদেশবলে বাংলাদেশে বয় স্কাউট সমিতিকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। ভাতির

২০২০ সনের ৩ অক্টোবর বাংলাদেশ কাউটস এর জাতীয় নির্বাহী কমিটির ২৪৮তম সভায় প্রতিবছর ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ জাউটস এর সূচনা দিবস হিসেবে 'বাংলাদেশ জাউটস দিবস' উদযাপদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মানানীয় প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনা স্কাউটস আন্দোলনের গুরুত্ব বিবেচনায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ২টি কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট দল গঠনের অনুশাসন প্রদান করেছেন। জ্ঞাতির পিতার জন্মণত বার্ষিকী এবং মহান স্বাধীনতার সূর্বণ জয়স্তীতে বাংলাদেশ কাউটস 'প্রত্যেকে আমরা পরের তবে' এ থিম নির্ধারণ করে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রথমবার 'বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস' উদযাপন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ২০৪১ সনে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, জাতির পিতার 'সোনরে বাংলা' বিনির্মাণে বাংগাদেশ ক্ষাউটস এর সকল সদস্য ওরত্বপূর্ণ ভূমিকা পাগদ করবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সকলকে 'বাংলাদেশ স্কাউটস দিবসের' আন্তরিক ওডেজা জানাই। দিবসের কর্মসূচী বান্তবায়নে সংক্রিষ্ট সকলকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

